Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Poush 26, 1430 Bangla, January 10, 2024, Wednesday, No. 10, 54th year

H I G H L I G H T S

Bangabhaban is set to hold the oath-taking ceremony of the new cabinet led by PM Sheikh Hasina tomorrow. President Mohammed Shahabuddin will administer the oath. Newly elected parliament members will take oath today. (BBC: 6, R. Today: 18)

Prime Minister and Awami League President Sheikh Hasina says in an apparent reference to BNP that no one could survive in Bangladesh politics if they follow the suggestion of their foreign masters. (R. Jago: 21, VOA: 11)

19 more countries have congratulated AL president and PM Sheikh Hasina for winning the 12th National Parliament election with an absolute majority. (R. Today: 18)

AL GS Obaidul Quader urges the party leaders and activists not to get involved in any chaos as their party achieved a massive victory in the January 7 national elections. (R. Today: 17)

Foreign Minister AK Abdul Momen says, "There is no reason to worry about the US and UK's statements on the elections as they respect the judgment of the people." (VOA: 10)

BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi says, People from home and abroad have witnessed the orchestration of a bizarre and farcical election on 7 January through the unprecedented silent protest of the countrymen. (R. Jago: 20)

Observer team led by former US Congressman Jim Bates while meeting the LGRD minister says Lobbyists have been hired spending $7 million dollars to spread propaganda against the election. (R. Jago: 19)

The US and UK think the elections in BD is not fair and UN has expressed concern. On the other hand, AL is flooded with congratulations from representatives of Russia, China, India and many other countries. (DW: 14)

UN HCHR Volker Turk has called on BD's newly-elected govt to take steps to renew commitment to democracy and human rights. Adds, the future of all the people of Bangladesh is now at risk. (R. Today: 18)

EU expresses dismay at the lack of representation of the opposition in BD's parliamentary elections and called for an investigation into allegations of voting irregularities. Adds, EU-Bangladesh partnership depends on democratic values, human rights and the rule of law. (VOA: 8)

Independent candidates got the most seats after AL in 12th Parliament elections. Jatiya Party alone did not get many seats, there is fear that this parliament may become without opposition party. (BBC: 4)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

পৌষ ২৬, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ১০, ২০২৪, বুধবার, নং- ১০, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

আগামীকাল বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন।আজ নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন ।
(বিবিসি: ৬, রে. টুডে: ১৮)

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আপাতভাবে বিএনপিকে ইঙ্গিত করে বলেন, বিদেশি প্রভুদের পরামর্শ মেনে চললে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। (রে. জাগো: ২১, ভোয়া: ১১)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় লাভের জন্য আরো ১৯ দেশের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। (রে. টুডে: ১৮)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ৭ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে বিপুল বিজয় পাওয়ায় দলের নেতাকর্মীদের কোনো বিশৃঙ্খলায় না জড়ানোর আহ্বান জানান। (রে. টুডে: ১৭)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, "নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বক্তব্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ তারা জনগণের রায়কে সম্মান করে।" (ভোয়া: ১০)

বিএনপির যুগ্ম সিনিয়র মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, দেশ-বিদেশের মানুষ দেশবাসীর নজিরবিহীন নীরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ৭ জানুয়ারির সমন্বয়কৃত উদ্ভট ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের প্রত্যক্ষ করেছে। (রে. জাগো: ২০)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়াতে ৭ মিলিয়ন ডলার খরচ করে লবিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। সাবেক মার্কিন কংগ্রেসম্যান জিম বেটসের নেতৃত্বে পর্যবেক্ষক দল সচিবালয়ে এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে এ তথ্য জানায়। । (রে. জাগো: ১৯)

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মনে করে, বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, ভারতসহ অন্য অনেক দেশের প্রতিনিধিদের অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে আওয়ামী লীগ। (ডয়চে ভেলে: ১৪)

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বাংলাদেশের বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতি নবায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের সব মানুষের ভবিষ্যৎ এখন ঝুঁকির মুখে। (রে. টুডে: ১৮)

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে বিরোধীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্বস্তি প্রকাশ করেছে এবং ভোটদানে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে দেখতে বলেছে। আরও বলেছে ইইউ-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের শক্তিটা নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের উপর । (ভোয়া: ৮)

বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পর সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। জাতীয় পার্টি এককভাবে খুব বেশি আসন না পাওয়ার কারণে এই সংসদ বিরোধী দল শূন্য হয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
(বিবিসি: ৪)

বিবিসি

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা যা বলছে

বাংলাদেশে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড' মেনে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে মনে করে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য। বাংলাদেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় দুইদিন পর পশ্চিমা পরাশক্তির দেশ দুটি এ নিয়ে পৃথক বিবৃতি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সোমবার অর্থাৎ আটই জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। একই দিনে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)ও পৃথক বিবৃতি দেয়। নির্বাচনের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমের কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অবাধ নির্বাচন করার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিলো। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারের কার্যালয় থেকে ইস্যু করা বিবৃতির শিরোনাম ছিল `পার্লামেন্টারি ইলেকশনস ইন বাংলাদেশ' প্রায় একই বক্তব্য নিয়ে মি. মিলার সামাজিক মাধ্যম এক্সেও (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং তাদের গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে। ম্যাথিউ মিলারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন নিয়ে জয়ী হয়েছে। তবে, হাজারো বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীর গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিনে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরণের অনিয়মের খবরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। সেই সাথে, বাংলাদেশের এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়নি বলে অন্য পর্যবেক্ষকদের প্রতিক্রিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্র একমত বলে জানানো হয় বিবৃতিতে। এছাড়া নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় হতাশা প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, নির্বাচনের সময় এবং এর আগের মাসগুলোতে বাংলাদেশে যেসব সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তার নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র। সহিংসতার ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ নিতে বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সাথে সব দলের প্রতি সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছে ওয়াশিংটন। তবে, সামনের দিনে, বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত -প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গঠন, মানবাধিকার এবং বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতি সমর্থন অব্যহত রাখতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নেও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা জানানো হয়।

যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) বা দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্য বাংলাদেশে সাতই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, মুক্ত ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।" নির্বাচনের আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বহু সংখ্যক কর্মীর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মত যুক্তরাজ্যও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে নির্বাচনের প্রচারণার সময় সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে। এছাড়া নির্বাচনে সব দল অংশ না নেয়ায় বাংলাদেশের মানুষের হাতে ভোট দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিকল্প ছিল না বলে মতামত দেয়া হয়েছে বিবৃতিতে তবে, যুক্তরাজ্য এবং বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি টেকসই রাজনৈতিক সমঝোতা ও সক্রিয় নাগরিক সমাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি নিজেদের মতপার্থক্য দূর করে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। আর এ প্রক্রিয়ায় সমর্থন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার টার্ক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার এবং আটকাবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি প্রকৃত `অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রে'র জন্য সরকারকে `গতিপথ পরিবর্তন করার' আহবান জানিয়েছেন। সোমবার দেয়া এক বিবৃতিতে টার্ক নবনির্বাচিত সরকারকে দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতি পূরণে পদক্ষেপ নিতে আহবান জানান। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান বলেছেন, "২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বিরোধী দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাসহ প্রায় ২৫ হাজারের মতো কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। গত দুই মাসে অন্তত ১০ জন বিরোধী দলের সমর্থক জেল কাস্টডিতে মারা গেছে বা খুন হয়েছে। অনেক মানবাধিকার কর্মী আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়েছেন, কেউ কেউ দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, যেখানে নভেম্বরেই বেশিরভাগ সন্দেহভাজন জোরপূর্বক গুমের ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়েছে।" বিবৃতিতে মি. টার্ক বলেছেন, "এসব ঘটনার স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা জড়িত তাদের অবশ্যই স্বচ্ছ এবং ন্যায় বিচারের আওতায় আনতে হবে।"

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন পক্ষ বিভিন্ন সময় মতামত প্রকাশ করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ, সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং স্বাধীন মত প্রকাশে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে যুক্তরাজ্যকে সাধারণত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইস্যু বা নির্বাচন নিয়ে এ ধরণের বিবৃতি দিতে দেখা যায়নি কাছাকাছি সময়ে।

এদিকে, সোমবার ঢাকায় কানাডিয়ান হাইকমিশন এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, সাতই জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কানাডা সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়নি। তারা বলছে, পর্যবেক্ষক হিসেবে চিহ্নিত কানাডার দু'জন নাগরিক `স্বতন্ত্রভাবে' নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। কাজেই নির্বাচন নিয়ে তাদের দেওয়া মতামতের সাথে কানাডা সরকারের কোনও সংশ্লিষ্টতা নেই।

উল্লেখ্য যে, রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে সন্ধ্যায় ঢাকার একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করেন বিদেশি পর্যবেক্ষকদের একটি দল। এতে চন্দ্রকান্ত আর্য এবং ভিক্টর ওহ নামে কানাডার দু'জন নাগরিক অংশ নেন। তখন `ভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে' বলে সাংবাদিকদের জানান মি. আর্য। তার এই মন্তব্য যে, কানাডা সরকারের বক্তব্য নয়, ফেসবুক পোস্টে সেটাই পরিষ্কার করে বিবৃতি দিলো কানাডা হাইকমিশন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে টানা চতুর্থবারের মত নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় সোমবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভারত, চীন এবং রাশিয়াসহ মোট ১৯টি দেশ। এর মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানান। সোমবার বিকেলে মি. মোদী নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানানোর ব্যাপারটি জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বললাম এবং সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করায় তাকে অভিনন্দন জানালাম।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৯.১.২৪ রিহাব)

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরাই কি বিরোধী দল গঠন করতে যাচ্ছে?

বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পর সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। বিএনপি এই নির্বাচনে অংশ না নেয়ায় এবং জাতীয় পার্টি এককভাবে খুব বেশি আসন না পাওয়ার কারণে এই সংসদ বিরোধী দল শূন্য হয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিরোধী দল গঠন করবে কি না- এমন প্রশ্ন সামনে আসছে। বিভিন্ন আসনের অন্তত ছয় জন নির্বাচিত স্বতন্ত্র সংসদ সদসের সাথে কথা হয় বিবিসি বাংলার। তারা বলেছেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটিই মেনে নেবেন তারা। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত নয় বরং দলীয় সিদ্ধান্তের প্রতিই নজর রয়েছে তাদের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও বলছেন, সংসদের বিরোধী দল কারা হবে সে সিদ্ধান্তও সরকারের পক্ষ থেকেই আসবে। কারণ, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হওয়ার কারণে দলের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তাদের।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২২২টি আসনে জয় পেয়েছে। জাতীয় পার্টি পেয়েছে ১১টি আসন। আওয়ামী লীগের পর সর্বোচ্চ ৬২টি আসন পেয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। আর তিনটি আসন অন্যান্য দলগুলো পেয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ১৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে হাজী সেলিমের নেতৃত্বে একটি জোট তৈরি করতে দেখা গিয়েছিল। সেই জোটকে আনুপাতিক হারে তিনজন সংরক্ষিত নারী সদস্যের কোটাও দেয়া হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর পরে অবশ্য সেই জোটের নেতা হাজী সেলিমসহ বেশিরভাগ স্বতন্ত্র প্রার্থী আবার আওয়ামী লীগে ফিরে যান। এর আগে ১৯৮৮ সালে বিতর্কিত চতুর্থ জাতীয় নির্বাচনের পরও একই চিত্র দেখা গিয়েছিল। ওই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি এককভাবে ২৫১টি আসনে জয় পেয়েছিল। অন্যদিকে জাসদের নেতৃত্বে কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি পেয়েছিল ১৯টি আসন। আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছিল ২৫টি আসন। এছাড়া জাসদ তিনটি এবং ফ্রিডম পার্টি দুইটি আসন পায়। এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ করে। ফ্রিডম পার্টি ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের সমর্থন নিয়ে আ স ম আব্দুর রব সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে কারণে তাকে "গৃহপালিত" বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী যারা হয়েছেন তাদের বেশিরভাগই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা। এদের অনেকেই এই নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে প্রার্থীও হতে চেয়েছিলেন। তবে মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। তফসিল ঘোষণার পরেই আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করে দেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাতে কেউ নির্বাচিত হয়ে আসতে না পারেন, সেজন্য যে কেউ চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পারবেন। প্রয়োজনে ডামি হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রাখতে হবে। সোমবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সংসদে বিরোধী দল কে হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও এর কিছুক্ষণ পরেই একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "বিরোধী দলকে তাদের নিজেদের সংগঠিত করতে হবে। আপনি আমাকে বিরোধী দল পছন্দ করতে বলতে পারেন না। অবশ্য আপনি চাইলে আমরা সেটা করতে পারি।কিন্তু সেটা আসলে বিরোধীদল হবে না।"

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এবং তারা আওয়ামী লীগের নেতা হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা কী করবেন, বিরোধী দল কারা হবে, সেসব সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগের শীর্ষ মহল থেকেই আসবে। ফরিদপুর-৩ আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন ব্যবসায়ী নেতা এ কে আজাদ। তবে আওয়ামী লীগ তাকে মনোনয়ন না দিলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচনে অংশ নেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। এ কে আজাদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, স্বতন্ত্র কয়েক জন প্রার্থীর সাথে তার কথা হয়েছে। তবে এদের কেউই এখনো কোন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। তবে সিদ্ধান্ত অবশ্যই সরকারের ইচ্ছাতেই হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। "সবকিছু নির্ভর করবে সরকার কীভাবে চাচ্ছে। সরকার যদি মনে করে যেহেতু মেজরিটি স্বতন্ত্র হয়ে আসছে। এরা সবাই কিন্তু আওয়ামী লীগের লোক। আওয়ামী লীগের বাইরের কোন লোক স্বতন্ত্র হয়ে আসছে বলে আমার জানা নেই।" তিনি বলেন, "এখন এরা যেহেতু আওয়ামী লীগের লোক, তাই সিদ্ধান্তও আওয়ামী লীগের মধ্য থেকেই আসবে যে আমাদের

অবস্থানটা কী হবে, জাতীয় পার্টির অবস্থানটা কী হবে। এজন্য আমাদের এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার স্কোপ আছে বলে আমি মনে করি না।" বিরোধী দল গঠন করার প্রস্তাব আসলে কী করবেন এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অবশ্যই তারা এই প্রস্তাব মেনে নেবেন। তিনি বলেন, "আমরা সরকারকে সাহায্য করবো, সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিবো। সরকারের কী পরিকল্পনা করা উচিত, কারণ সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থনীতি। এই চ্যালেঞ্জগুলোর ব্যাপারে সরকারকে সুপরামর্শ দিবো আমরা, সেটা অপজিশনেই থাকি বা না থাকি। যেহেতু আমি নৌকা প্রতীকে হইনি, আমি স্বতন্ত্র হয়েছি, আমি যেটা সরকারের করণীয় এবং সরকার যেটা ভুল করছে, দুটো বিষয়ই আমি তুলে ধরবো।"

তবে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে বিরোধীদল গঠনে তার আপত্তি রয়েছে বলেও জানিয়েছেন মি. আজাদ। তিনি বলেন, "জাতীয় পার্টির সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে যাবো না। এক্ষেত্রে আমার দ্বিমত আছে। আমার জাতীয় পার্টির লেজুড়বৃত্তি করতে আমার কনসাসে (বিবেকে) বাধে। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত।" তবে তারপরও এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে তিনি তার আসনের নেতা-কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন।

গাজীপুর-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আখতারুজ্জামান বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি এই দলের হয়ে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সংসদ সদস্য ছিলেন। গত তিনটি নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে মনোনয়ন চেয়েও পাননি। এবার দলের অনুমতি থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন তিনি। "এর অর্থ এই নয় যে আমরা দল থেকে বের হয়ে গেছি বা অন্যরকম হয়ে গেছি।" তিনি বলেন, "দল একটি কৌশল হিসেবে নির্বাচন নিয়েছে। আমি আশা করি, এই কৌশলগত নির্বাচনে যে কৌশলটা সফল হয়েছে, এই কৌশলগত কারণে যারা জয় লাভ করে এসেছি, আমাদের ব্যাপারেও দল একটা সিদ্ধান্ত নেবে যে, কীভাবে এটা পরিচালিত হবে।" মি. আখতারুজ্জামান বলেন, সাংবিধানিকভাবে কোন বাধা না থাকার কারণে, তিনি প্রথমত দলের হয়ে কাজ করতে চান। সুযোগ পেলে তিনি আওয়ামী লীগে ফিরে যেতে চান। তবে দল যদি বিরোধীদল গঠন করার নির্দেশ দেয় তাহলে সেটাতেও তার আপত্তি নেই বলেও জানান। কারণ সংসদে বিরোধী দল থাকাটাও জরুরি। তিনি বলেন, "এই বিরোধী দলের পারপাসের জন্য যদি দল আমাদেরকে নির্দেশনা দেয় যে তোমরা একটা অপজিশন গ্রুপ গঠন করো, তাহলে স্বতন্ত্র মিলে আমরা একত্রিত হয়ে টাইম টু টাইম বক্তব্য রাখা, পারফর্ম করা, সেইটা হতে পারে।" তবে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে বিরোধী দল গঠন হলে সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে মি. আখতারুজ্জামান বলেন, দলের সাথে আলোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

হবিগঞ্জ-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ সায়েদুল ইসলাম সুমন বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এবং সাবেক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীকে হারিয়ে জয় পেয়েছেন। তিনি বলেন, আপাতত শপথ নেওয়া ছাড়া আর কোন পরিকল্পনা নেই তার। তবে এলাকার জনগণের জন্য কাজ করতে চান তিনি। সংসদে বিরোধী দলের বিষয়ে ভাবনার কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, শপথ নেয়ার পরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি। "এগুলো আসলে রাষ্ট্রীয় বিষয় বা সরকারি দল, বিরোধী দল। আমি এখনো স্বতন্ত্রই, আমি এখনো একক। অন্যান্য স্বতন্ত্ররা কী করবে না করবে, সেটা শপথ নেয়ার পরই সিদ্ধান্ত হবে।" প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের প্রস্তাব আনলে সেটিতে রাজি হবেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে গেছেন।

হবিগঞ্জ-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী। মিজ চৌধুরী জানান, তিনি পারিবারিকভাবেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সমর্থক। তিনি নিজেও এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটি না পেয়ে পরে দলের অনুমোদনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছেন তিনি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তিনি বিরোধী দল গঠন করবেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন তিনি। তিনি বলেন, "আমার নেত্রী শেখ হাসিনা, তার রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা, আমার আদর্শিক জায়গা যেটা আওয়ামী লীগের নির্দেশনার বাইরে আমি কোন চিন্তা করি না। কারণ আমার আইডেন্টিটি আওয়ামী লীগ।"

ময়মনসিংহ-৭ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে জয়লাভ করেছেন এবিএম আনিছুজ্জামান। স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেও তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমান সদস্য। বিরোধী দল গঠনের বিষয়ে অভিমত জানতে চাইলে মি. আনিছুজ্জামান বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যেভাবে দিক নির্দেশনা দিবে আমি সেভাবে থাকবো, উনি যেটা বলবে, যেভাবে বলবে।"

সিলেট-৫ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী বলেন, বুধবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে শপথ নেবেন তিনি। তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারবেন তিনি। তবে সরকারের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। "আমি তো স্বতন্ত্র প্রার্থী। বিরোধী দল নিয়ে আমার চিন্তা নাই। তবে এটা সরকারই ভাল চিন্তা করবে।"

সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। মোট ২২২টি আসন পেয়েছে দলটি। এর বাইরে একক দল হিসেবে জাতীয় পার্টি পেয়েছে সর্বোচ্চ ১১টি আসন। আর বাকি ৬২টি আসনে জয়ী হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এমন অবস্থায় সংসদে বিরোধী দল কারা হবেন বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিরোধী দল হওয়ার সুযোগ আছে কিনা তা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রাজনীতি ও আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা চাইলে বিরোধী দল হিসেবে থাকতে পারেন। আবার তারা যেহেতু আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথেও জড়িত, তাই তারা এই দলটিতেও যোগ দিতে পারেন। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক অবশ্য বলছেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কী করবেন তা পুরোপুরি

নির্ভর করবে আওয়ামী লীগের দলীয় সিদ্ধান্তের উপর। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের অনেকেই এখনো পদধারী আওয়ামী লীগ নেতা। এছাড়া অনেকে রয়েছেন যারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষক শারমিন মুরশিদ বলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নিয়ে কী করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেবে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ।

"বিজয়ী দল চাইলে ঘোষণা করে দিতে পারে এই ৬২ জন আমার বিরোধী দল। আবার তারা উল্টো পথেও হাঁটতে পারে। জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হবে বলে যে কথা শোনা যাচ্ছিল, সেটিও হতে পারে।...এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত, যে দলটি ক্ষমতায় আসতে চলেছে, সেই দলের।" তিনি বলেন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একই দলের সদস্যরা সংসদে বিরোধীদল হতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ রয়েছে।

অনেকে আবার বলছেন, এক্ষেত্রে তাদের বিরোধীদল হতে কোন বাধা নেই। কারণ সরকারি দলের বাইরে যারা নির্বাচিত হন তারা স্বাভাবিক নিয়মেই বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। সেটি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা স্বতন্ত্র প্রার্থী-যেই হোন না কেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরে দেখা গেছে, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মিলে একটি জোট গঠন করেছিলেন। সেই জোটকে আনুপাতিক হারে সংরক্ষিত আসনও দেয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের প্রার্থী নন। তারা স্বতন্ত্র। এমন অবস্থায় স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সামনে আসলে দুটি পথ খোলা আছে বলে মনে করেন তিনি। প্রথমটি হচ্ছে, আওয়ামী লীগ যদি অনুমতি দেয় তাহলে তারা আওয়ামী লীগে আবার যুক্ত হতে পারে। এতে করে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা আরো বাড়বে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সংসদে আওয়ামী লীগের বিপরীতে একটি বিরোধী দল হিসেবে থেকে যাওয়া। মি. আহমদ বলেন, "স্ট্র্যাটেজিক কারণে যদি আওয়ামী লীগ চায় যে, একটা তথাকথিত অপজিশন থাকুক, তাহলে তারা স্বতন্ত্রদের বলবে যে তোমরা অপজিশন বেঞ্চেই থাকো।" এই বিরোধীদল সরকারের বিরোধিতা করবে, সেটা নয়। বরং তারা সরকারের 'গঠনমূলক সমালোচনা' করবে। তিনি বলেন, "এটা করার জন্য তো কিছু লোক থাকতে হবে। সে হিসেবে হয়তো তারা থাকবে। তারা হয়তো বা একটা গ্রুপ করে একজন নেতা নির্বাচন করবে। তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদা পাবেন। অনেক লবিং হবে।"

সংসদের বর্তমান বিরোধীদল জাতীয় পার্টি। তবে এর আগে তারা আওয়ামী লীগের মহাজোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যৌথভাবে গত কয়েকটি সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, জাতীয় পার্টি আসলে কার্যত বিরোধীদল ছিল না। বরং তারা ছিল সরকারের অনুগত বিরোধীদল। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে উল্লেখ করে মি. আহমদ বলেন, "এর আগে সরকারের পার্টনার হিসেবে বিরোধী দল ছিল। এবারো তাই হবে, সরকারের পার্টনার থাকবে তারা।"

আইন বিশেষজ্ঞ তানজিবুল আলম বলেন, সংসদীয় প্রক্রিয়ায় বলা আছে যে, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মিলে একটি জোট গঠন করতে পারে। একে বলা হয় ককাস। এই ককাসের মাধ্যমে একটি জোট গঠন করে তারা একজন নেতা নির্বাচন করে স্পীকারের কাছে বিরোধী জোট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার কথা জানাতে পারে। "এক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি হিসেবে তাদের মর্যাদা দিতে পারবে। তাদের নেতাকে বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে নিতে পারবে।" মি. আলম বলেন, এক্ষেত্রে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অর্থাৎ, সংসদে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে ভোট দেয়া যেটি ফ্লোর ক্রসিং হিসেবে পরিচিত, সেটি এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ফলে এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে কেউ চাইলে আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন দলেও যোগ দিতে পারে বলে জানান তিনি। একই সাথে তারা আলাদাভাবে ছোট ছোট জোট গঠন করেও সংসদে থাকতে পারবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ৯.১.২৪ রিহাব)

নতুন সরকার গঠন হচ্ছে বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় পেয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে নতুন সরকারের মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে বলে বিবিসি বাংলাকে নিশ্চিত করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তার আগে, বুধবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ানো হবে। বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এই অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে বলে সাংবাদিদের জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। "আগামী ১১ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকালে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। ঐতিহ্যগতভাবেই শপথ অনুষ্ঠান বঙ্গভবনে হয়ে থাকে। আমরা সন্ধ্যা ৭টায় শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি", মঙ্গলবার বিকালে নিজ কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের বলেন মি. হোসেন। অনুষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী, রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে, তারপর অন্যান্য মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন বলে জানা গেছে। নতুন মন্ত্রিসভায় সরকার প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাই থাকছেন। এবার নিয়ে তিনি পঞ্চমবারের মত প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে রেকর্ড। এছাড়া নতুন মন্ত্রিসভা কত সদস্যের হতে যাচ্ছে বা নতুন কারা মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন, সে ব্যাপারে এখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। তবে বিগত সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিমন্ত্রী নির্বাচনে জিততে না পারায় এবার মন্ত্রিসভায় বেশকিছু নতুন মুখ যোগ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের জন্য দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার অতিথিকে দাওয়াত দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব। বুধবার সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদের শপথকক্ষে সদ্য বিজয়ী সংসদ সদস্যদের শপথ

পাঠ করানো হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। মিজ চৌধুরী নিজেও এবার রংপুর-৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রথমে নিজে দ্বাদশ সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন, তারপর অন্যদের শপথ পড়াবেন। মূলত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে শুরু হবে নতুন সরকার গঠনের পর্ব। মঙ্গলবার বিকেলেই নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নামের তালিকার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে গত সাতই জানুয়ারি ২৯৯ আসনে ভোট হয়েছে। একজন প্রার্থী মারা যাওয়ায় নওগাঁ–২ আসনে ভোট গ্রহণ করা হয়নি। যে ২৯৯টি আসনে ভোট হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ-৩ আসনের ফলাফল আটকে আছে। কাজেই বুধবার ২৯৮টি আসনে নির্বাচিত নতুন জনপ্রতিনিধিদেরকেই শপথ পড়ানো হবে। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এর ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। গেজেটে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের পিতা-মাতার নাম, ঠিকানা-সহ প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে।

মঙ্গলবার দুপুরে নিজেদের বৈঠক শেষে গেজেট প্রকাশের অনুমোদন দেন প্রধান নির্বাচন কমিশার কাজী হাবিবুল আউয়াল। এরপর বিকেলে গেজেট প্রকাশ করা হয়। "ইতিমধ্যেই গেজেট প্রকাশ করা হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এর কপি সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হবো," বিবিসি বাংলাকে বলেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ। গেজেট হাতে পেলে স্পিকারের নির্দেশনা অনুযায়ী শপথ আয়োজনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করবে সংসদ সচিবালয়। সংসদ ভবনের নিচতলায় 'শপথ কক্ষে' নবনির্বাচিতদের শপথ পড়াবেন স্পিকার। বুধবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন সংসদের বর্তমান স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। "শপথ গ্রহণের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন, সবই আমরা গ্রহণ করেছি। সব ঠিক থাকলে বুধবার সকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মিজ চৌধুরী।

সংবিধান অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের সরকারি গেজেট প্রকাশের পর নতুন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়ান স্পিকার। গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে যদি স্পিকার সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করতে না পারেন, তাহলে এর পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে শপথ পড়াবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এক্ষেত্রে কোনও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি শপথ না নিলে তার আসন শূন্য ঘোষণা করা হবে। তবে এই ৯০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে স্পিকার যথার্থ কারণে তা বাড়াতে পারবেন। গত সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়েও নির্ধারিত এই সময়ের মধ্যে শপথ না নেওয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আসনকে শূন্য ঘোষণা করা হয়েছিল। বিএনপিবিহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত হয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দলটি মোট ২২২টি আসনে জয়লাভ করেছে। এরপর সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তারা ৬২টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া জাতীয় পার্টি ১১টি আসনটি আসনে এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয় পেয়েছে। রেওয়াজ অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সদস্যরাই প্রথমে শপথ নেবেন। এরপর ক্রমানুসারে অন্যরাও শপথ নেবেন । শপথ শেষে নতুন সংসদ সদস্যরা সংসদ সচিবের কার্যালয়ের স্বাক্ষর খাতায় সই করবেন এবং একসঙ্গে তাদের ছবি তোলা হবে। সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে শুরু হবে নতুন সরকার গঠনের পর্ব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন। এরপর বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের আয়োজন করা হবে।

এর আগে, একাদশ সংসদ নির্বাচন হয়েছিল ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। এরপর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গেজেট প্রকাশ করা হয়। এরপর ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারি শপথ নেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। আর ৩রা জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। সংসদ নির্বাচনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তারা সরকার গঠন করে। আর যারা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসনে জয়লাভ করে, তারাই সাধারণত সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বাংলাদেশে এবারের জাতীয় নির্বাচনে ২২২টি আসনে জয় পেয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ। তাদের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬২টি আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, যাদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগেরই নেতা। অন্যদিকে, গত সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টি পেয়েছে মাত্র ১১টি আসন। ফলে এবারের সংসদে কারা প্রধান বিরোধী দল হতে যাচ্ছে, সেটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে এবার সংসদের বিরোধী দল হওয়ার ক্ষেত্রে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বড় ভূমিকা থাকবে বলে মনে করছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। "তারা কতজন কোথায় থাকতে যাচ্ছেন, কতজন স্বতন্ত্র থাকতে যাচ্ছেন- এই বিষয়গুলো যখন পরিষ্কার হবে, তখনই বোঝা যাবে কারা বিরোধী দল হবে", মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন মি. হক।

দলের নেতা হলেও নৌকা প্রতীকের বাইরে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, তারা কেউই আওয়ামী লীগের প্রার্থী নয় বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। কাজেই বিজয়ী স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা চাইলে মোর্চা গঠন করে বিরোধী দল হতে পারবেন বলে মনে করছেন তিনি। "তারা আওয়ামী লীগের, এটা মুখের কথা হতে পারে, কিন্তু আইনের কথা, বাস্তবতার কথা তা নয়। তারা স্বতন্ত্র হিসেবে জয়ী হয়েছেন। তারা যদি মনে করেন, স্বতন্ত্র হিসেবেই থাকবেন, তখন দেখা হবে, কতজন স্বতন্ত্র হিসেবে থাকলেন। আর যদি দেখা যায়, তারা একটি মোর্চা করবেন, তখন বিরোধী দল কারা হবে, সেটি পরিষ্কার হবে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ৯.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

শেখ হাসিনাকে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ ১৯ দেশের অভিনন্দন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাপান ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্র (দক্ষিণ কোরিয়া) সহ ১৯ দেশের রাষ্ট্রদূতগণ। অন্য যে দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ করেছেন, সে দেশগুলো হলো; থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম, মালয়েশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ফিলিস্তিন। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইংয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়ায়, তারা নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। রাষ্ট্রদূতরা নিজ দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের অভিনন্দন বার্তা শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দেন। বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূতরা বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এ সময় শেখ হাসিনা, রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য বন্ধুপ্রতিম সব দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। এদিকে, ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সদস্য দেশগুলো শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনগুলোতে ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে। শেখ হাসিনা ওআইসি সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতদের ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ওআইসি সদস্য দেশগুলো আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায়, শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড কেসি।তিনি বলেন, "নির্বাচনে বিজয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমার অভিনন্দন।"মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) এক অভিনন্দন বার্তায় বলা হয়, কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতীয় অগ্রাধিকার অর্জনে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে প্রস্তুত।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ইইউ'র দুঃখপ্রকাশ

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে বিরোধীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন অস্বস্তি প্রকাশ করেছে এবং ভোটদানে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে দেখতে বলেছে। বাংলাদেশে বিরোধীদল এই নির্বাচন বর্জন করে। ইইউ 'র পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেপ বরেল এক বিবৃতিতে বলেন, "ইইউ দুঃখিত যে এই নির্বাচনে বড় বড় কোনো দল অংশ গ্রহণ করেনি। এই বিবৃতিতে, "নির্বাচনের পরিণতির দিকে মনোযোগ দেয়া হয়।" বিরোধীদলের নির্বাচন বর্জন এবং গণ গ্রেপ্তারের কারণে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে নির্বাচন ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন দলটি সংসদে তিন চতুর্থাংশ আসন পাওয়ায় তিনি পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। বরেল বলেন যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিভিন্ন অগ্রাধিকারের বিষয়গুলিতে শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, "দীর্ঘকালীন ইইউ-বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের শক্তিটা নির্ভর করছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আইনের শাসনের উপর।" সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরও এ ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে যে সকল দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল না এবং বলে, "এই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল না।" হাসিনার দলের বিজয়ে চীন অভিনন্দন জানায়। বরেল ইউ'র নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ সব কিছু প্রকাশ্যে তুলে ধরতে রাজি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনে যে অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে সে বিষয়ে যথাসময়ে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এই আহ্বান জানাচ্ছি । তিনি বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, "নির্বাচনের সময়ে যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা জানাচ্ছে এবং নির্বাচনোত্তর সময়ে সহিংসতা পরিহার করার আহ্বান জানাচ্ছে।"তিনি আরও বলেন, "বিরোধী ব্যক্তিদের আটক রাখা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়" এবং বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে, "রাজনৈতিক বহুপাক্ষিকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক মানের" প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ১০.০১.২০২৪ এলিনা)

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান বুধবার

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বুধবার (১০ জানুয়ারি)। স্পিকারের কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, শপথ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে সংসদ সচিবালয়। এর আগে, রবিবার (৭ জানুয়ারি) এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৯৮ টি আসনের মধ্যে এককভাবে ২২২ আসনে জয়ী হয় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬২টি আসনে জয়লাভ করেন। জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা জয়লাভ করেন ১১টি আসনে। এছাড়া, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ ও বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির তিনজন প্রার্থী নিজ নিজ আসনে জয়লাভ করেছেন। দুটি আসনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের ৪৪ টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৮ টি দল নির্বাচনে অংশ নেয়। আর বিএনপিসহ ১৬ টি নিবন্ধিত দল অংশ নেয়নি। এদিকে, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) শরিফুল আলম জানান, মঙ্গলবার(৯ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

জারি করা হয়েছে। আর, বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নবগঠিত মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। এদিকে, জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেছেন, তার দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা বুধবারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন না। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) তিনি এ কথা জানিয়ে বলেন তার দলের বেশিরভাগ সংসদ সদস্য ঢাকার বাইরে থাকায়, এই অনুষ্ঠানে তারা থাকতে পারছেন না। "নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে ফিরে আসার পর, দলের চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের সঙ্গে বৈঠক হবে; এর পর আমরা শপথ নেবো;" জানান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলকে ৯ মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীকে পুলিশের দায়ের করা আরো ৯ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হলো। রমনা মডেল থানা ও পল্টন থানার পৃথক ৯টি মামলায়, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। পাশাপাশি এ ৯টি মামলায় অধিকতর জামিন শুনানির জন্য বুধবার (১০ জানুয়ারি) দিন ধার্য করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে, অধিকতর জামিন শুনানির জন্য বুধবার দিন ধার্য করেন ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগ উদ্দিন। ঢাকার কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে থেকে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে বিএনপি মহাসচিবকে আদালতে হাজির করা হয়। এরপর রমনা মডেল ও পল্টন থানার পৃথক ৯টি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আবেদন করা হলে তা মঞ্জুর করেন আদালত। একই সময়ে, জামিন চেয়ে শুনানি করেন মির্জা ফখরুলের আইনজীবীরা। শুনানি শেষে আদালত অধিকতর জামিন শুনানির জন্য বুধবার দিন ধার্য করেন। মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীরের আইনজীবী জয়নুল আবেদীন মেজবাহ্ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরীর আদালত গত ৩১ ডিসেম্বর, এসব মামলায় গ্রেপ্তার ও জামিন শুনানির জন্য ৯ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছিলেন। গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে ১১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে পল্টন থানায় দায়ের হয় আটটি মামলা; আর রমনা মডেল থানায় দায়ের করা হয় তিনটি।গত ২৮ অক্টোবর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গুলশানের নিজ বাসা থেকে আটক করে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার মামলায় গত ২৯ অক্টোবর গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তাকে এ মামলায় কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আদালতের আদেশে তখন থেকেই কারাগারে রয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আলাদা থাকলে প্রাধান্য পাবে জাতীয় পার্টি

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোনো দলে না গিয়ে যদি আলাদা থাকেন, তবে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি প্রাধান্য পাবে; এ কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।"স্বতন্ত্রদের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে;" যোগ করেন আনিসুল হক। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরের সাংবাদিকদের এ কথা জানান আনিসুল হক । তিনি বলেন, "স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা যদি মনে করেন তারা আলাদা আলাদা থাকবেন, তবে জাতীয় পার্টি যেহেতু ১১টি আসন পেয়েছে জাতীয় পার্টি অবশ্যই (বিরোধী দল হিসেবে) প্রাধান্য পাবে।"তিনি জানান, সংসদে বিধি সম্মত বিরোধী দল হতে হলে ১০ শতাংশ আসন থাকতে হয়। নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী জানান, বুধবার নতুন সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন। তিনি উল্লেখ করেন, আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ হাসিনাকে পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হিসেবে নির্বাচিত করার পর রাষ্ট্রপতি তাকে নতুন সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন।"যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন সরকার গঠিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান সরকার দায়িত্ব পালন করবে;" বলেন আনিসুল হক। তিনি জানান, এ বিষয়ে নির্ধারিত সময় না থাকলেও, রীতি রয়েছে সংসদ সদস্যদের শপথ নেয়ার পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যেই নতুন সরকার গঠিত হয়। "আমার মনে হয়, এবারো তাই হবে;" বলেন আইনমন্ত্রী। স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা কোনো মোর্চা করতে পারবে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে আনিসুল হক বলেন, "কেন পারবে না? স্বতন্ত্র সদস্যরা যদি মনে করেন তারা সরকারের সঙ্গে না থেকে নিজস্ব একটা গ্রুপ করবেন, অবশ্যই তারা সেটা করতে পারেন। তখন কাকে বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে, সেটা নির্ধারণ করতে হবে;" বলেন তিনি। আইনমন্ত্রী জানান, শপথ নেয়ার পর স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের অবস্থান কি হবে তারা নিশ্চয়ই জানাবেন।

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আওয়ামী লীগের সদস্য। তারা যদি বিরোধী দলে যায়, তবে সরকার এবং বিরোধী দুই পক্ষই আওয়ামী লীগ হলো। এ বিষয়ে আনিসুল হক জানান, তারা যখন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তারা আওয়ামী লীগের হিসেবে নির্বাচিত হননি। তিনি বলেন, তারা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের প্রতীক ছিলো ভিন্ন। নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন শুধু আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। সে ক্ষেত্রে তারা আওয়ামী লীগের এটা মুখের কথা হতে পারে, এটা আইন ও বাস্তবতার কথা নয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিবৃতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বক্তব্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই; কারণ তারা জনগণের রায়কে সম্মান করে। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) ঢাকায় অবস্থানরত কূটনীতিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধায় 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমনে। পরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রতিনিধি, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার মানটিটস্কি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুইন লুইস এবং বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আব্দুল মোমেন বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও অহিংস পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এটাই যথেষ্ট। বাংলাদেশের দুই গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার দেশের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা এতে খুবই খুশি। দেশের জনগণ আবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। জনগণ তাদের রায় দিয়েছে, আমাদের আর কিছুর প্রয়োজন নেই;" বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন এই অনুষ্ঠানকে একটি স্ট্যান্ডার্ড 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা আরো ভালো অংশীদারিত্ব, আলো ভালো সহযোগিতা এবং আরো ভালো সমন্বয় দেখার জন্য আগ্রহী। এটা আমাদের জন্য অপরিহার্য।" সহযোগিতা ও অবদানের কারণে বাংলাদেশ অনেক অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন।

এদিকে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার প্রতীক; যা আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে অবদান রাখতে পারে। "বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ ও চরমপন্থা নির্মূলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; জানায় পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়। মোমেনের বক্তব্যের পর কূটনীতিকদের মধ্যে একটি ব্রিফিং নোট বিতরণ করা হয়। নোটে বলা হয়, "নতুন সরকারের উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বৃহত্তর আঞ্চলিক নিরাপত্তা, সংহতকরণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় অভিন্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা আরো জোরদার করতে প্রস্তুত হবে। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে সফল হবে, যা নিয়ে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম গর্ববোধ করবে;" উল্লেখ করা হয় ব্রিফিং নোটে। অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের মতো যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, জানুয়ারির ৭ তারিখে হওয়া বাংলাদেশের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, বলেছেন যুক্তরাষ্টের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সেইসাথে, সবগুলো দল এই নির্বাচনে অংশ না নেয়ায়, যুক্তরাষ্ট্র হতাশা প্রকাশ করেছে। সোমবার, ৮ জানুয়ারি দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা, সমাবেশ করার স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানায়।" ৭ জানুয়ারি ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে উল্লেখ করে মিলার বলেন, "এই নির্বাচনের আগে বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা ও নির্বাচনের দিন ঘটা অনিয়মের রিপোর্টগুলো নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ জারি থাকবে।" নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের আগের কয়েকমাসে ঘটা সহিংসতার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ম্যাথিউ মিলার বিবৃতিতে বলেন, "সহিংসতার এ ঘটনাগুলোর বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করা ও এ জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করছি। সেই সঙ্গে সব রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার করার জন্যও আমরা আহ্বান জানাই।" মিলার আরও বলেন, "সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ ভিশন বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে, যার মধ্যে রয়েছে একটি অবাধ ও মুক্ত ইন্দো - প্যাসিফিক, বাংলাদেশের মানবাধিকার ও সুশীল সমাজের প্রতি সমর্থন ও দু'দেশের নাগরিকদের সঙ্গে নাগরিকদের ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে গভীর করা।"

ব্রিটেন সোমবার (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় সংঘটিত "ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার ঘটনার" নিন্দা জানিয়েছে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেপ্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দফতর এক বিবৃতিতে বলেছে, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, অবাধ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এই মানদণ্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।" বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, "আমরা ভোটের আগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিরোধী দলের সদস্যদের গ্রেপ্তারে উদ্বিগ্ন।" দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে রোববারের সাধারণ নির্বাচনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার একদিন পর ব্রিটেন এই বিবৃতি দিলো।

(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা নতুন সরকারের মূল কাজ

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নতুন সরকারের প্রধান কাজ হবে নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মঙ্গলবার(৯ জানুয়ারি) বিকালে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আয়োজিত এক যৌথসভায় তিনি এ কথা বলেন। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আরো বলেন, "২০২৪ সালে নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।" দলমত নির্বিশেষে দেশের অব্যাহত উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে দলীয় নেতা-কর্মীদের ঠান্ডা মাথায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানান ওবায়দুল কাদের। সংসদ নির্বাচনের পর কোনো ধরনের সহিংসতায় না

জড়াতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, এটা দলের নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত রাখার একটি কৌশল। দেশের মানুষ ভোট দিয়েছে। যারা বর্জনের ডাক দিয়েছে ভোটাররা তাদের বর্জন করেছে।"ভবিষ্যতে দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে আমাদের মনোযোগ বাড়াতে হবে। আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না। কিন্তু বিএনপি তাই করছে। এটি তাদের জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে;" যোগ করেন ওবায়দুল কাদের। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপির দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথে থাকবে

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকার একদলীয় নির্বাচন নিয়ে আত্মতুষ্টি করলেও, জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে ভোট বর্জন করেছে। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) রাজধানী ঢাকার কমলাপুর এলাকায় গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। রিজভী আরো বলেন, জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাদের দল রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।"তারা (সরকার) এ ধরনের নির্বাচন করে এবং ভোটের নামে তামাশা করে জনগণের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে"- যোগ করেন রুহুল কবির রিজভী। একতরফা নির্বাচন নিয়ে সরকার যতই আত্মতুষ্টি করুক না কেন, জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে ভোট বর্জন করেছে; জানান তিনি। রিজভী উল্লেখ করেন যে ক্ষমতাসীন দল ও তাদের সহযোগীরা নির্বাচনের দৌড়ে ছিলেন। দেখা গেছে, ভোটারদের অনুপস্থিতিতে ফাঁকা ভোটকেন্দ্রে তারা ব্যালটে সিল মেরেছে, একে অপরের সঙ্গে লড়াই করেছে, সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলতে চাই যে আমরা রাস্তায় আছি, জনগণের সঙ্গে আছি এবং জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাস্তায় থাকবো।"অবশ্যই আমরা জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনবো;" যোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব। সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচন এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

১৯৭৫ সালের পর সবচেয়ে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রবিবার (৭ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেন, "জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।" শেখ হাসিনা এই নির্বাচনকে ১৯৭৫ সালের পর অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক বলে উল্লেখ করেন। মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর নেতা-কর্মীরা গণভবনে শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানানোর সময় তিনি এ কথা বলেন।

এই বিজয় তার টানা চতুর্থ মেয়াদে এবং সামগ্রিকভাবে পঞ্চম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় একটি চমৎকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন "বিএনপি তাদের বিদেশি প্রভুদের পরামর্শ মেনে চলায় বাংলাদেশে টিকে থাকতে পারে না।"বিএনপি জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিলো উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, "তারা বাংলাদেশের জনগণকে চেনে না। ওস্তাদদের পরামর্শ মেনে চললে, বাংলাদেশে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।"আওয়ামী লীগের কোনো বিদেশি প্রভু নেই বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। বলেন, "কারণ জনগণ আ্ওয়ামী লীগের শক্তি।"বিএনপি-জামায়াত নির্বাচন বানচালের জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছে বলে উল্লেখ করেন আ্ওয়ামী লীগ সভানেত্রী। তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের পর অনুষ্ঠিত সকল নির্বাচনের মধ্যে এই নির্বাচন সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে।"আমরা প্রমাণ করেছি, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে"- যোগ করেন শেখ হাসিনা। দেশ ও জনগণের কল্যাণে সবকিছু ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের অনেকেই জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্বকে কাজে লাগানোর ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, নির্বাচনে কিছু রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ জনগণের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর জনগণ দেড় মাসের মধ্যে বিএনপি সরকারকে উৎখাত করেছিলো। "বাংলাদেশের মানুষ কখনো অন্যায় মেনে নেয় না;" বলেন শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

বুধবার শপথ নিবেন বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা

বুধবার শপথ নিবেন বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নূর-ই আলম চৌধুরী। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা:

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটে নির্বাচিত নতুন সংসদ সদস্যদের শপথগ্রহণ আগামীকাল বুধবার ১০ জানুয়ারি সকাল ১০টায় জাতীয় সংসদ ভবনের শপথ কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এ শপথবাক্য পাঠ করাবেন। মঙ্গলবার চলতি একাদশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুর-ই-আলম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর

আগে সংসদ সচিবালয় সূত্র বৃহস্পতিবার ১১ জানুয়ারি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের তথ্য জানিয়েছিল। এদিকে আজই নির্বাচন কমিশন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করবে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করতে হবে। শপথ গ্রহণের পরই তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবেন। ইতোমধ্যে শপথ গ্রহণের সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সংসদ সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে। গত ৭ জানুয়ারি সারা দেশে একযোগে ২৯৯ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৯৮ আসনের ফলাফল বেসরকারিভাবে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তালিকা অনুয়ায়ী, নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে ২৯৮ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২২২ আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠা লাভ করেছে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১১ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে জয়ী হয়েছে।
(রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি- মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের

সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ রেকর্ড চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে।তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য বলেছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে জাতিসংঘ।এ সম্পর্কে এখন রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদাতার পাঠানো প্রতিবেদন:

সদ্য অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মনে করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একইসঙ্গে নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ ছিল না বলেও ভাষ্য ওয়াশিংটনের। ওয়াশিংটন স্থানীয় সময় সোমবার বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের অবস্থান জানিয়েছে।মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বিবৃতিতে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে যে, ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় পেয়েছে। তবে বিরোধী দলের হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর গ্রেফতার এবং নির্বাচনের দিনের অনিয়মের প্রতিবেদন নিয়ে উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে এই মতামত শেয়ার করেছে যে, এই নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু ছিল না। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের সময় এবং পূর্ববর্তী মাসগুলোতে বিভিন্ন সহিংসতার নিন্দা করেছে। এদিকে, যুক্তরাজ্যও মনে করছে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি। নির্বাচনে সব দল অংশ না নেওয়ায় মানুষের ভোট দেওয়ার যথেষ্ট বিকল্প ছিল না বলেও অভিমত যুক্তরাজ্যের। লন্ডনের স্থানীয় সময় সোমবার যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে দেশটির এই মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, , আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড যথাযথভাবে পালন করেনি বাংলাদেশ। এমন প্রেক্ষাপটে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যা ঘটছে তা নজরে রাখছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এছাড়া নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতার ঘটনায় তিনি উদ্বিগ্ন বলেও জানানো হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন ও নির্বাচনকে ঘিরে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আন্তোনিও গুতেরেসের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোটো নিনো এই মন্তব্য করেন(স্বকণ্ঠে): বাংলাদেশের যা ঘটছে তা গভীরভাবেই নজর রাখছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। বিরোধীদলগুলোর নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি অবগত, এছাড়া ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ এবং বিরোধীদলের নেতাদের গ্রেপ্তারের বিষয়েও জানেন তিনি। সব পক্ষকে যেকোনো ধরনের সহিংসতা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। (রেডিও তেহরান:২০৩০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

জাপানের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০২

জাপানে নববর্ষের দিন ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২০২'এ পৌঁছেছে। জাপান সাগর উপকূলবর্তী ইশিকাওয়া জেলার কর্মকর্তাদের ভাষ্যানুযায়ী, ১০২ জনের হদিস এখনও অজানা এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক হাজার মানুষ এখনও সংগ্রাম করছেন। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের অদূরের ওয়াজিমা শহরে নিখোঁজদের জন্য জোরালো অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। শহরটির কেন্দ্রস্থলে ঘটা একটি বিশাল অগ্নিকাণ্ডে ৪৮ হাজার বর্গমিটার এলাকায় ২শটিরও বেশি ভবন ধ্বংস হয়েছে। ইশিকাওয়া জেলা কর্তৃপক্ষের ভাষ্যানুযায়ী, নোতো অঞ্চলে ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছেন। নববর্ষের দিন ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের পর এখন এক সপ্তাহেরও বেশি সময় পার হয়েছে। তবে জাপানের আবহাওয়া এজেন্সি বলছে যে, মানুষ যেন তাদের সতর্কতা এখনই পরিত্যাগ না করে। জাপানের আবহাওয়া এজেন্সির সুকাদা শিনইয়ার ভাষ্যমতে, "১লা জানুয়ারির বিপর্যয়ের ঠিক পরের সময়ের তুলনায় ৭.৬ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে। তবে কম্পন অব্যাহত রয়েছে।" আগামী মাসগুলোতে জাপানের শূন্য থেকে সাত মাত্রার ভূমিকম্প পরিমাপকের পাঁচ প্লাস বা তার চেয়ে বেশি তীব্রতার সম্ভাব্য ভূমিকম্প আঘাত হানার বিষয়ে সতর্ক করছে এজেন্সি। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৯.০১.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

নানা বার্তার বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের প্রস্তুতি

চীন, ভারত, রাশিয়াসহ ২৫টিরও বেশি দেশ অভিনন্দন জানিয়েছে শেখ হাসিনাকে। অন্যদিকে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে পেয়েছেন ভিন্ন বার্তা। এদিকে চলছে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ ও মন্ত্রিপরিষদ গঠনের প্রস্তুতি।মঙ্গলবার বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব কোরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ব্রুনেই দারুসসালাম, মালয়েশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতরা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তবে তার আগে জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে আসে ভিন্ন বার্তা। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মনে করে, বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। জাতিসংঘ জানিয়েছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখছে তারা। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার টুর্ক বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত সরকারের প্রতি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের পরিবেশ তৈরির আহবান জানিয়েছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নিয়ে এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই বাংলাদেশে বুধবার সংসদ সদস্যরা এবং বৃহস্পতিবার নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিচ্ছে। বিএনপি ও তাদের সমমনাদের বর্জন ও তাদের নির্বাচনবিরোধী কর্মসূচির মধ্যেই ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৮ আসনের ফলফলে ২২২টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছে। জাতীয় পার্টি জিতেছে ১১টি আসনে। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি নৌকা প্রতীক নিয়ে একটি আসনে এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নৌকা প্রতীক নিয়ে একটি আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি হাতঘড়ি প্রতীক নিয়ে একটি আসনে এবং বাকি ৬২টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। মঙ্গলবার গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। গেজেটে ভোটের হার ৪১.৯৯ শতাংশ বলে জানানো হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক বিবৃতিতে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে একমত যে, এই নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় আমরা হতাশ।" বিবৃতিতে বলা হয়, "যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং গণতন্ত্র, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি তাদের আকাঙ্খাকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ্য করেছে, ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে উদ্বিগ্ন।"

ওয়াশিংটন সব দলকে সহিংসতা পরিহারের আহ্বান জানিয়ে বলেছে, "যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অবাধ ও মুক্ত ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় (ইন্দো-প্যাসিফিক) অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করা, বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও নাগরিক সমাজের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

এদিকে যুক্তরাজ্য বলছে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী হয়নি। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, "গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ওপর। মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি। ভোটের আগে বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।"

যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে- উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "একটি টেকসই রাজনৈতিক সমঝোতা ও সক্রিয় নাগরিক সমাজের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে দীর্ঘ মেয়াদে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।" এদিকে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেসের মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোটো নিনো নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলেছেন, "বাংলাদেশে কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা দেখছে জাতিসংঘ। সেখানে কী ঘটছে অব্যাহতভাবে তা অনুসরণ (ফলো) করছেন জাতিসংঘ মহাসচিব। বিরোধী দলের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও তিনি জানেন। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি, ভিন্নমত ও সমালোচকদের কণ্ঠরোধ ও বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি তিনি জানেন।" তিনি বলেন, "জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচনের আগে এবং চলাকালীন সহিংসতার ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি সব পক্ষকে সব রকম সহিংসতা পরিহার এবং মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করার আহ্বান জানিয়েছেন। এটি গণতন্ত্রের সুসংহতকরণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।"

আর জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফলকার টুর্ক এক বিবৃতিতে বলেছেন, "বাংলাদেশ কঠিন পথে গণতন্ত্র অর্জন করেছিল, সেটিকে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত করা যাবে না। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করবো এটি রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হবে। সকল বাংলাদেশির ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে।" টুর্ক বলেন, "ভোটের আগে কয়েক মাস ধরে হাজার হাজার বিরোধীদলের সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে অথবা ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। ওই ধরণের কৌশল সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক নয়।"

যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে নির্বাচনের সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করেন না বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এখানে তো কোনো নির্বাচনই হয়নি। বিদেশিরা বলছেন সুশৃঙ্খল হয়নি। তাদের বক্তব্য আরো পরিস্কার হলে ভালো হতো। যেখানে শতকরা দুই-তিন ভাগ ভোট পড়ে নাই। এমন কোনো কেন্দ্র নাই যেখানে প্রশাসনের সহায়তায় জালিয়াতি হয় নাই। বিদেশিদের

অস্থান আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত। যারা ভোট জালিয়াতি করেছে, প্রতারণা করেছেন তাদের ব্যাপারে বিদেশিদের আরো স্পষ্টভাবে অবস্থান নেয়া উচিত। তারা যা বলেছে এখানে নির্বাচন নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতারণা হয়েছে।" নির্বাচন নিয়ে বিএনপি বিদেশিদের জানাবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি।" আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমরা ভোট বর্জন করেছি। আমাদের আহ্বানে দেশের মানুষ ভোট বর্জন করেছে। এখানে কোনো ভোট হয়নি। সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।"

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া সরাসরি জানতে পারেনি ডয়চে ভেলে । তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন মঙ্গলবার বিকালে ঢাকার ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে বিদেশি কূটনীতিক-পর্যবেক্ষক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের অবস্থান নিয়ে বলেন, "এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই। জনগণ রায় দিয়েছে এবং অন্যান্য দেশ, আমাদের স্বপক্ষে যারা এসেছে তারা সবাই বলেছে, দেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে সবাই ধন্যবাদ দিয়েছে। " তিনি বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের যে অংশীদারিত্ব রয়েছে সেটি নতুন সরকারের সঙ্গে অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "সবার সঙ্গে বাংলাদেশের যে অংশীদারিত্ব রয়েছে এটা নতুন সরকারের সঙ্গেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি মনে করি। নতুন সরকারকে সবাই গ্রহণ করবে এবং সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। আমরা খুব খুশি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও সংঘাতবিহীন নির্বাচন করতে পেরেছি। জনগণ রায় দিয়েছে, এটাই যথেষ্ট। আমাদের আর কিছুর দরকার নেই।"

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিবৃতির বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের বক্তব্য যেটা, সেটা গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) দিয়েছেন। এর বাইরে আমার কোনো বক্তব্য নেই।" তিনি বলেন, "কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টির বিষয়ে কিছু বলবো না, তবে নিয়ম অনুযায়ী যা করার দরকার, তার সবই করা হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু হয়েছে।"

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল (অব.) এম শহীদুল হক মনে করেন, "যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু বলেছে এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি তাই তাদের যে নীতি সেই নীতি অনুযায়ী তাদের করণীয় তারা করবে। এটা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গেছে। তারা যে স্টেটমেন্ট দেয় তার অ্যাকাউন্টিবিলিটি থাকতে হয় সিনেট এবং হাউজ অব রিপ্রেজেন্টিটিভের কাছে। তারা এর প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা নিলো তা জানাতে হয়। এখন আমাদের সেটা দেখার জন্য আরো অপেক্ষা করতে হবে। " তার কথা, "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কী বললো তার চেয়ে বড় কথা হলো নৈতিকতার পরাজয়। এখন আমাদের শুনতে হবে- তোমরা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন করোনি। দেশে-বিদেশে সব জায়গায়।" আর একসঙ্গে কাজ করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক প্রোগ্রামগুলো চালিয়ে যাবে। যেমন আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছি। তবে তারা শেষ পর্যন্ত কীভাবে সম্পর্কগুলো চালিয়ে নিতে চায় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।" যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, "তারা (যুক্তরাষ্ট্র) যেভাবে নির্বাচন চেয়েছিল সেভাবে হলো না। এটা ভালো খবর নয়। তারা কড়া ভাষায় বলেনি, তবে তারা মেসেজটা পরিস্কার করেছে যে, তারা এই ধরনের নির্বাচনে সন্তুষ্ট নয়। সাথে সাথে তারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নাগরিক সমাজ ও জনগণের প্রত্যাশার কথা বলেছে। " তার কথা, "যুক্তরাষ্ট্র তাদের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছে। কিন্তু এরপরে তারা কী ধরনের ব্যবস্থা নেবে তা এখনো পরিস্কার নয়। অপেক্ষা করতে হবে।" তিনি মনে করেন, "সরকার এই অসন্তুষ্টি খুব বেশি গুরুত্ব দেবে বলে আপাতত মনে হচ্ছেনা। তারা মনে করছে এসব ম্যানেজ করে ফেলতে পারবে।"

আর সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, "তারা বিবৃতিতে বলেছে নির্বাচন যথযথ হয় নাই। কিন্তু এর ভিত্তিতে তারা কোনো অ্যাকশন নেবে তাতো বলেনি। ২০১৮ সালেও তারা বলেছিলো নির্বাচন গণতান্ত্রিক হয় নাই। তারপরও তারা সম্পর্ক স্বাভাবিক রেখেছে। সুতরাং দুইটি সম্ভাবনা আছে এখানে। তার এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে যার ফলে সম্পর্ক আরো খারাপ হয়। অথবা গতবারের মতই তারা রিঅ্যাক্ট করবে। আমরা এখনো জানিনা তারা কী করবে।" তার কথা, "তবে সরকারকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়। গত ছয় মাস ধরে যে টানাপোড়েন চলছে সেখান থেকে আমাদেও বেরিয়ে আসতে হবে। এর কোনো বিকল্প নাই।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৯.১.২৪ রিহাব)

বৈশ্বিক মেরুকরণে বাংলাদেশ: পশ্চিমের উদ্বেগ, পূর্বের অভিনন্দন

বাংলাদেশের নির্বাচনের আগে থেকেই এই ইস্যুতে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে । বৈশ্বিক মেরুকরণে বাংলাদেশ কি টানাপড়েনে পড়তে যাচ্ছে? বাংলাদেশের করণীয় কী? যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মনে করে, বাংলাদেশের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ। অন্যদিকে রাশিয়া, চীন, ভারতসহ অন্য অনেক দেশের প্রতিনিধিদের অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় হতাশা ব্যক্ত করে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার ৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেছেন, "এই নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি, সে বিষয়ে অন্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রও একমত।" তিনি আরো বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র খেয়াল করেছে যে, আওয়ামী লীগ ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে বেশিরভাগ আসনে জয় পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলের কয়েক হাজার সদস্য গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে

আমরা উদ্বিগ্ন।" সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি সহিংস আচরণ পরিহারের আহ্বানও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। বিভিন্ন সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার আহ্বানও জানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতিতে।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ৯ জানুয়ারি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস- এফসিডিও। দপ্তরটির মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচনের সময়ে বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মান ধারাবাহিকভাবে পূরণ হয়নি। ভোটের আগে বিরোধী নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়েছে, "মানবাধিকার, আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিকভাবে মেনে চলা হয়নি।" সব দল অংশ নেয়নি বলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভোট দেয়ার যথেষ্ট বিকল্প ছিল না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। তবে বিবৃতিতে এ-ও উল্লেখ করা হয়েছে, "বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে আমরা সকল রাজনৈতিক দলকে তাদের মতপার্থক্য দূর করতে এবং একটি অভিন্ন উপায় খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করি। আমরা এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন অব্যাহত রাখবো।"

জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে ৯ জানুয়ারি উঠে এসেছে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গও। মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোটো নিনো জানিয়েছেন, বাংলাদেশ পরিস্থিতি উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছেন মহাসচিব। এক প্রশ্নের জবাবে নিনো বলেন, "নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচন চলাকালীন সহিংসতার ঘটনা নিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব উদ্বিগ্ন। তিনি সব পক্ষকে সব রকম সহিংসতা পরিহার এবং মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করার আহ্বান জানিয়েছেন।" জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা ওএইচসিএইচআর সোমবার (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতি নবায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ফলকার টুর্ক। বিবৃতিতে সংস্থাটির প্রধান ফলকার টুর্ক বলেছেন, "ভোট শুরুর আগের কয়েক মাস হাজার হাজার বিরোধী সমর্থককে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে বা ভয় দেখানো হয়েছে। এই ধরনের কৌশল সত্যিকারের আন্তরিক প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক নয়।" তিনি বলেন, "আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি যেন সব বাংলাদেশির মানবাধিকার সম্পূর্ণরূপে বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং দেশে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।" জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান বলেন, "বাংলাদেশ কঠিন পথে গণতন্ত্র অর্জন করেছিল, সেটিকে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত করা যাবে না। বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এবং আমি আন্তরিকভাবে আশা করবো এটি রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হবে। সকল বাংলাদেশির ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে।"

এরই মধ্যে নানা দেশের প্রতিনিধিদের অভিনন্দনের বন্যায় ভাসতে শুরু করেছেন টানা চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনের পরদিন, অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি বেসরকারি ফল প্রকাশের পরই রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন্স, সিঙ্গাপুরসহ বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রদূত শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ৯ জানুয়ারিও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের তথ্য অধিদপ্তর পিআইডি সূত্রে জানা গেছে, গণভবনে এসে শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব কোরিয়া, ব্রুনেই দারুসসালাম, মালয়েশিয়া, মিসর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতেরা। ভোটগ্রহণের আগে থেকেই বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হয়েছে বলে মন্তব্য পাওয়া গেছে রাশিয়ার পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে। দেশটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার আন্দ্রে ওয়াই শুটব বলেছেন, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের আয়োজনও চমৎকার ছিল। ৭ জানুয়ারি বিদেশি পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার। সেখানে শুটব বলেছিলেন, "আমরা এক সন্ধিক্ষণে আছি। এখন এক মেরু থেকে বহু মেরুর বিশ্বে উত্তরণ ঘটছে। বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থা নেই। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন নীতি গ্রহণ করবে। কেউ চাপিয়ে দিলে হবে না।" এরপর বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সঙ্গে ৮ জানুয়ারি দেখা করে তাকে মার্চে আয়োজিত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রুশ প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশে চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন ৮ জানুয়ারি গণভবনে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে। ৯ জানুয়ারি চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং এক ব্রিফিংয়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় আমরা আওয়ামী লীগকে অভিনন্দন জানাই। বন্ধুপ্রতিম ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেবো। আমরা নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।" অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে পারস্পরিক সম্মান, সমতা ও দ্বিপক্ষীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছে চীন।

ভারতের জ্যেষ্ঠ উপ নির্বাচন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে তারা এরই মধ্যে নিজেদের মূল্যায়নে তুলে ধরেছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে সেই মূল্যায়ন প্রেস নোট আকারে প্রকাশও করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "নির্বাচন পরিচালনা প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং এই সফর সহজতর করার প্রচেষ্টা করায় আমরা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে প্রশংসা জানাই। আমরা বেশ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করেছি এবং

ভোটগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা সেসব কেন্দ্রে বাংলাদেশের নাগরিকদের তাদের ভোটাধিকার শান্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে দেখেছি।" ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদ নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের বিজয়ে শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ শেয়ার করা এক পোস্টে তিনি বলেন, "সফলতার সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করায় আমি বাংলাদেশের জনগণকেও অভিনন্দন জানাই। আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী এবং জনগণকেন্দ্রিক অংশীদারত্ব আরো শক্তিশালী করে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।"

নির্বাচনের আগেই বাংলাদেশকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল দুটি পক্ষ। পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, রাজনৈতিক দমনপীড়ন নিয়ে ছিল সোচ্চার, অন্যদিকে চীন-রাশিয়াসহ অন্য নানা দেশের পক্ষ থেকে ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ না করার আহ্বান। নির্বাচনের পরও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে, সেটা নানা বিবৃতিতেই স্পষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এই মেরুকরণ কী বার্তা নিয়ে আসছে? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, এই মেরুকরণে বাংলাদেশের কোনো আশঙ্কার কিছু নেই। তিনি বলেন, "মেরুকরণের প্রশ্নই উঠছে না। যেটা দেখা দরকার, জাপানও অভিনন্দন জানিয়েছে এবং ভারতও অভিনন্দন জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে যেটা বোঝায়, সেখানে জাপান আর ভারতকে তো ছাড়া যাবে না কোনোভাবেই। ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবেই তারা পরিচিত। মেরুকরণ হলে তো আর জাপান বা ভারত অভিনন্দন জানাতো না।" অধ্যাপক ইমতিয়াজ মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বিবৃতিও অনেকটা ভারসাম্য বজায় রেখেই দেয়া হয়েছে বলেও মনে করেন। ডিডাব্লিউকে তিনি বলেন, "তারা সমালোচনা করেছে যে এটা সুষ্ঠু হয়নি, ফ্রি-ফেয়ার হয়নি। একই সাথে তারা রিগ্রেট করেছে, যে কেন অপজিশন নির্বাচনে যায়নি। আবার এমনও বলেছে যে ভায়োলেন্সের ব্যাপারে যেন ইনভেস্টিগেশন করে সরকার। আবার এমনও বলেছে যে সরকারের সাথে তারা কতগুলো বিষয়ে তারা আগামীতে কাজ করে যাবে।" তিনি বলেন, "বোঝাই যাচ্ছে, বাংলাদেশে তাদের যেসব বন্ধু আছে, তাদের কথা নিয়েই তারা এসব কথা বলেছে। কিন্তু একাধিক দেশ যারা অভিনন্দন জানিয়েছে, সেগুলোও তে দেশ, তাই না? এখানে আমি কোনো মেরুকরণ দেখছি না। বাংলাদেশের নীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নেই'। এখানে সমালোচনা থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের মানুষই ঠিক করবে। এখানে বাইরের দেশ কী বললো, তাতে কিছু যায় আসে না।" অবশ্য সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির এমন মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তার কাছে প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশকে কি বৈশ্বিক মেরুকরণে একটি পক্ষ নেয়ার দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে? উত্তরে এম হুমায়ুন কবির বলেন, "এখনও পর্যন্ত তো সেইরকমই মনে হচ্ছে। তার কারণ হলো, আমরা গত দুদিন ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বন্ধুদের কাছ থেকে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখছি এবং আমাদের এখান থেকেও প্রাথমিক যেসব মন্তব্যগুলো আসছে, তাতে মনে হচ্ছে নির্বাচনের আগে থেকে যে বিভাজনটা ছিল, সেটা এখনও আছে। আমার মনে হচ্ছে, এই বিভাজনটাকে ধরে নিয়েই আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি।" তিনি বলেন, "বাংলাদেশ এখন যে অবস্থানে আছে, তাতে এই ধরনের বিভাজনে যাওয়াটা আমাদের জন্য সমীচিন নয় বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। আমি মনে করবো সামনের দিনগুলোতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত এই বিভাজনটা কমিয়ে আনার জন্য যাতে আমরা নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করি।"

'বড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' বাংলাদেশ এক পক্ষ নিলে তাতে বাংলাদেশেরই বেশি বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলেও মনে করেন এই সাবেক রাষ্ট্রদূত। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "বাংলাদেশের স্বার্থ বাংলাদেশকেই দেখতে হবে। বাংলাদেশের স্বার্থ অন্য কেউ দেখবে না। আমরা যদি মনে করি বাংলাদেশের স্বার্থ অন্য কেউ দেখে দেবে, তাহলে আমরা অহেতুক নিজেদের জন্য বিপদ নিজেই ডেকে আনতে পারি বলে আশঙ্কা করছি। সে জায়গায় যাওয়া মোটেও উচিত হবে বলে মনে করছি না।" বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এই মেরুকরণকে কিভাবে সামলাবে তা আগামী দিনে নতুন সরকারের নানা পদক্ষেপ দেখলেই স্পষ্ট হবে। বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। নির্বাচনে জয় উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাতে ৯ জানুয়ারি গণভবনে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। তাদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেছেন, বিদেশি প্রভুদের পরামর্শ মেনে চললে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, "বিএনপি জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে নেমেছিল। তাদের কিছু প্রভু আছে। তারা বাংলাদেশের জনগণকে চেনে না। প্রভুদের পরামর্শে বাংলাদেশে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।আমাদের কোনো প্রভু নেই। বাংলাদেশের জনগণই আমাদের প্রভু ও শক্তি। জনগণের বিশ্বাস ও আস্থাই আমাদের শক্তি।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৯.১.২৪ রিহাব)

মানচিত্রে বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ২৯৮টি আসনের বেসরকারি ফলাফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন।স্থগিত দুইটি আসনের মধ্যে নওগাঁ-২-এ স্বতন্ত্র প্রার্থী আমিনুল হকের মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এই আসনে ভোটগ্রহণ হবে। অন্যদিকে ময়মনসিংহ-৩ আসনের আটটি কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। এছাড়া ঐ আসনের একটি কেন্দ্রে ভোট বাতিল করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। বাকি ৯১ টি কেন্দ্রের ফলাফলে নিকটতম প্রার্থীদের ব্যবধান কম হওয়ায় এই আসনের ফলাফল স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে ২৯৮ টি আসনের ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর মধ্যে ২২২টিতে জয় পেয়েছে ক্ষমতাসীন দল। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন ৬২টি আসনে। জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে ১১টিতে। তিনটি আসনে বিজয়ী হয়েছে অন্যান্য দল। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ৯.১.২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

জাতীয় পার্টির ১১ জন সদস্য আগামীকাল বুধবার শপথ নেবেন

নির্বাচনে জয় পাওয়ার পর জাতীয় পার্টির ১১ জন সদস্য আগামীকাল বুধবার শপথ নেবেন বলে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর আগে আজ দুপুরে দলটি জানিয়েছিল তাদের এমপিরা বুধবার শপথ নিবেননা। সন্ধ্যায় জাপা বিটের সাংবাদিকদের ফেসবুক গ্রুপে এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন এই সিদ্ধান্তের কথা জানান দলটির যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলম। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দেশের ইতিহাসে এবারের নির্বাচন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের ইতিহাসে এবারের নির্বাচন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমন নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন, সশস্ত্র বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন, জনগণসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার গণভবনে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এসব কথা বলেন সরকার প্রধান। এ সময় তিনি আরো বলেন নির্বাচন নিয়ে যারা বড় খেলা খেলতে চেয়েছিল তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে এই গেজেট প্রকাশ করা হয়। এদিকে আগামী বৃহস্পতিবার নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন আগামীকাল বুধবার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন। তার ভিত্তিতে ১১ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। বঙ্গভবনে হবে এই শপথ অনুষ্ঠান। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দল বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অবস্থান থেকে পরিষ্কার হবে: আইন মন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দল কারা হবে তা বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অবস্থান থেকে পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। মঙ্গলবার সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা বলেন। গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ২২২টি আসনে জয় পায় আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি জয় পেয়েছে ১১টিতে। আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতেছেন ৬২ আসনে। জাতীয় পার্টির চেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বেশি আসনে জয় লাভ করায় ঠিক কারা সংসদের বিরোধী দল হবে এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এমনকি আগামীকাল বুধবার জাতীয় পার্টির নবনির্বাচিত এমপিরা শপথ নেবেন না বলে খবর বেরিয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করবে না নির্বাচন কমিশন

যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করবে না নির্বাচন কমিশন। বিষয়টিতে নির্বাচন কমিশনার মোঃ আলমগীর সাংবাদিকদের জানিয়েছেন কমিশন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। নিয়ম অনুযায়ী যা করার সবই করা হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নির্বাচন পরবর্তী কোনো ধরনের সহিংসতায় না জড়াতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন কাদের

নির্বাচন পরবর্তী কোনো ধরনের সহিংসতায় না জড়াতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার বিকেলে তেজগাঁওয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এবং সকল সহযোগী সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকদের যৌথ সভায় তিনি এই আহ্বান জানান। এর আগে মঙ্গলবার সকালে গণভবনে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনের খেলা শেষ হলেও রাজনীতির খেলা চলবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করেছে : রিজভী

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্জন করেছে বলে দাবি করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। মঙ্গলবার সকালে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের সামনে ও আশপাশের এলাকায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। রিজভী বলেন জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। এদিকে বিকেলে এক অনলাইন ব্রিফিং-এ রিজভী বলেছেন পাতানো ডামি নির্বাচনের ফাঁদে পা দেয়নি জনগণ। ঐদিন সারা দেশের ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল ভোটার শূন্য। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

৭ জানুয়ারির নির্বাচন কোনভাবেই নির্বাচনি মর্যাদা পেতে পারে না : জুনায়েদ সাকি

গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা ও গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জুনায়েদ সাকি বলেছেন ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের নামে সরকারি দল নিজেদের ডামি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে কৃত্রিম প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করেছে। এটা কোনোভাবেই নির্বাচনি মর্যাদা পেতে পারে না। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সাকি।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামীকাল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন আবেদনের উপর শুনানি হবে

গত ২৮ অক্টোবরের ঘটনায় করা নয়টি মামলায় মঙ্গলবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। মামলাগুলির মধ্যে ছয়টি পল্টন ও তিনটি রমনা থানায় দায়ের করা। মামলার

আইনজীবীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আগামীকাল এসব মামলায় মির্জা ফখরুলের জামিন আবেদনের উপর শুনানি হবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন বুধবার

আগামীকাল বুধবার শপথ নেবেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী সংসদ সদস্যরা। কাল সকাল দশটায় জাতীয় সংসদের শপথ কক্ষে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন একাদশ সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। চলতি একাদশ সংসদের চিফ হুইপ নূরে আলম চৌধুরী গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে সংসদ নির্বাচনের ফলাফল গেজেট প্রকাশ করা হবে। গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে শপথ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ আসাদ)

জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জয় লাভের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী। পরে বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা পৃথকভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ ও শেখ রেহানার ছেলে রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিকও উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা। এর আগে প্রধানমন্ত্রী তার ছোট বোন শেখ রেহানা, মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ ও ভাগ্নে রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিককে সঙ্গে নিয়ে বনানী কবরস্থানে যান। সেখানে ১৫ আগস্টের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ আসাদ)

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেন সৌদি আরব, জাপানসহ ১৯ দেশের রাষ্ট্রদূত

ঢাকা নিযুক্ত ১৯ দেশের রাষ্ট্রদূতগণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। দেশগুলোর পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। এ সময় রাষ্ট্রদূতগণ তাদের দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পৌঁছে দেন। মঙ্গলবার গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অফ কোরিয়া, ব্রুনাই দারুস সালাম, মালয়েশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূতগণ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রেস উইং থেকে পাঠানো বার্তায় বিষয়টি জানানো হয়। এ সময় রাষ্ট্রদূতগণ বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বলে জানানো হয়। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি: যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। দেশ দুটি পৃথক বিবৃতিতে এই অভিমত দিয়েছে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পর্যবেক্ষদের সঙ্গে একমত যে ৭ জানুয়ারির নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় তারা হতাশ। নির্বাচনকালীন সময়ে এবং এর আগের মাসগুলোতে যেসব সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব সহিংসতার গ্রহণযোগ্য তদন্ত এবং দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দেশটি। বিবৃতিতে আরো বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধী দলের হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে উদ্বিগ্ন। এদিকে অপর এক বিবৃতিতে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন নির্ভর করে গ্রহণযোগ্য অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর। মানবাধিকার আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচনের সময় এসব মানদণ্ড ধারাবাহিক ভাবে মেনে চলা হয়নি। ভোটের আগে বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। বিবৃতিতে যুক্তরাজ্য আরো বলেছে সব দল নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সে কারণে বাংলাদেশের মানুষের ভোট দেওয়ার যথেষ্ট বিকল্প ছিল না। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ আসাদ)

বাংলাদেশের সব মানুষের ভবিষ্যৎ এখন ঝুঁকির মুখে : জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন

বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত সরকারের প্রতি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে দেশের যে অঙ্গীকার তা ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। সোমবার এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশে রোববারের নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের উপর সহিংসতা ও দমন-পীড়ন হওয়াটা পীড়াদায়ক বলে উল্লেখ করেন ফলকার। তিনি বলেন এই নির্বাচনকে সামনে রেখে

বিগত মাসগুলোতে বিরোধীদলের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে আটক বা ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। ভোট সামনে রেখে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা গণগ্রেপ্তার হুমকি, গুম, ব্লাক মেইলিং ও নজরদারি এসব পন্থা অবলম্বন করেছেন বলে খবর রয়েছে। আর এসব কারণেই দেশটির প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে। ফলকারের বিবৃতিতে আরো বলা হয়, অনেক মানবাধিকার কর্মীকে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। অনেকে দেশ ছেড়েছেন। কয়েক ডজন গুমের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনার স্বাধীন তদন্ত ও স্বচ্ছ বিচার চেয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান। বলা হয়েছে বাংলাদেশের সব মানুষের ভবিষ্যৎ এখন ঝুঁকির মুখে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

নির্বাচনে জয় লাভের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় লাভের পর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ মঙ্গলবার সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি। এরপর বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্ট নিহত স্বজনদের কবর জিয়ারত করেন শেখ হাসিনা। এর আগে সোমবার, ৮ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরদিন বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের পাশাপাশি দেশের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। গণভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান সংবাদ সম্মেলনে রূপ নেয়। এসময় বিদেশি সাংবাদিকদের নানান প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

আরো ১৯ দেশের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় লাভের জন্য আরো ১৯ দেশের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আজ গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া, রিপাবলিক অব কোরিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম, মালয়েশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূতরা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান তারা। এসময় রাষ্ট্রদূতরা তাদের দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পৌঁছে দেন। তারা পারস্পরিক স্বার্থ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূতরা। বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা। এতে আরো বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী গণভবনে আগত রাষ্ট্রদূতদের ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য এসব বন্ধু দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় আগামী দিনগুলোতেও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে সোমবার, ৮ জানুয়ারি রাশিয়া, চীন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানানো হয়।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ওআইসির রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ী হওয়ায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা, ওআইসি এবং স্ব স্ব দেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ওআইসি দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা। আজ মঙ্গলবার আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাতে আসেন তারা। স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ওআইসির রাষ্ট্রদূতরা। ওআইসির সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে আগামী দিনে বাংলাদেশ আরো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তারা। এসময় প্রধানমন্ত্রী ওআইসির রাষ্ট্রদূতদের ধন্যবাদ জানান। সামনের দিনগুলোতে ওআইসিভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ব্রুনাই দারুসসালাম, মালয়েশিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, কুয়েত, লিবিয়া, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ফিলিস্তিন, মরক্কো ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচন বিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় ৭ মিলিয়ন ডলার দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় সাত মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে লবিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ তথ্য জানান মার্কিন সাবেক কংগ্রেস ম্যান জিম বেটসের নেতৃত্বে পর্যবেক্ষক দল। তবে কারা লবিস্ট নিয়োগ করেছে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু

জানাননি তারা। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মার্কিন সাবেক কংগ্রেস ম্যান জিম বেটস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। উনারা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাদের মতামত হলো এখানে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে কোথাও কোনো রকম গোলযোগ হয়নি। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভোট পড়ার হার নিয়ে তাদের অভিমত হলো, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে এক মাসের মতো সময় লাগে। ই-ভোট, পোস্টাল ব্যালটে ভোট এবং সরাসরি গিয়ে ভোট দিতে হয়। আর এখানে আট ঘণ্টার মধ্যে এত লোকের ভোট দেওয়াকে প্রশংসনীয় বলেছেন তারা।' যুক্তরাষ্ট্র ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সে বিষয়ে তারা কিছু বলেছেন কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, 'এ বিষয়ে তারা কথা বলেনি। তারা বলেছেন ইলেকশন অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়েছে। তবে তারা মনে করে এখানে কিছু লবিস্ট ফার্মকে নিয়োগ করা হয়েছে সাত মিলিয়ন ডলার দিয়ে। কথাটা তারা বলেছেন, কোট করেছেন। তাদের কাছে তথ্য আছে। সেগুলো দিয়ে কিছু প্রোপাগাণ্ডা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অভূতপূর্ব পরিবর্তনকে সমর্থন করেন তারা। মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে, এই কথাটা বলেছেন তারা।' কারা লবিস্ট নিয়োগ করেছে জানতে চাইলে তাজুল ইসলাম বলেন, 'এটা সুনির্দিষ্ট করে তারাও বলেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

দ্বাদশ সংসদের এমপিদের গেজেট প্রকাশ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিতদের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের পরিচালক, জনসংযোগ মোঃ শরিফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বিকেলে নির্বাচন কমিশনার মোঃ আলমগীর জানান, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংসদ সদস্যদের গেজেট নির্বাচন কমিশন অনুমোদন করেছে। তা প্রকাশের জন্য সচিবকে বলা হয়েছে। কমিশনাররা স্বাক্ষর করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে, ডিজিটাল যুগ। বিজিপ্রেসের কাছে একটি সফট কপি দেওয়া থাকে। কোনো কারেকশন যদি থাকে তাহলে কারেকশনটা বলে দেওয়া, না হলে ওটাই প্রিন্ট করে দেওয়া। তারপর আজকেই হয়তো সংসদ সচিবলায়ে চলে যাবে।' গেজেট প্রকাশ নিয়ে ইসি আলমগীর বলেন, '৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে নওগাঁ-২ আসনের প্রার্থী মৃত্যুবরণ করায় নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে। ওই আসনের নির্বাচনের জন্য নতুন করে শিডিউল দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হবে। আর ময়মনসিংহের একটি কেন্দ্রে ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। সেই নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে ১৩ জানুয়ারি।' তিনি বলেন, 'এ দুটো বাদে বাকি ২৯৮টি আসনের নির্বাচনি ফলাফল মিলিয়ে দেখা হয়েছে। যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। সব ঠিক আছে। নির্বাচন কমিশন দেখেছে, ফলাফল গেজেট করার জন্য বিজিপ্রেসে পাঠানো হয়েছে।' সংবিধান অনুযায়ী, গেজেট প্রকাশের তিনদিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াতে হবে। সে অনুযায়ী বুধবার সকালে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পড়াবেন একাদশ সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এমপিদের শপথের আগে প্রথম দফায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সংবিধান ও কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী এমপি হিসেবে নিজে শপথগ্রহণ করবেন এবং শপথ বইয়ে স্বাক্ষর করবেন। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

নতুন মন্ত্রিসভার শপথের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে : মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বৃহস্পতিবার, ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন। তবে শপথের জন্য নতুন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের তালিকা এখনো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আসেনি বলে জানিয়েছেন তিনি। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ কথা বলেন। তিনি বলেন, '৭ জানুয়ারি নির্বাচন হয়েছে। বুধবার, ১০ জানুয়ারি নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা।' মাহবুব হোসেন বলেন, 'ঐতিহ্যগতভাবে শপথ অনুষ্ঠানটা বঙ্গভবনে হয়। এ বছরও বঙ্গভবনেই হবে।' নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের জন্য ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ জনকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। বঙ্গভবনে প্রথমে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শপথ পড়াবেন। এরপর মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি। শপথের পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে দফতর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিলে তারাই হবে দেশের নতুন সরকার। শপথ নেওয়া পর্যন্ত আগের মন্ত্রিসভা বহাল থাকবে। নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিলে আগের মন্ত্রিসভা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোট বর্জন করে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে : রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, '১৮ কোটি মানুষের দাবি এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বের আহ্বান পরোয়া না করে পূর্বনির্ধারিত ফলাফলের একদলীয়, একতরফা ভোটার বর্জিত ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে মূলত বিজয় হয়েছে ভোট বর্জনকারী গণতন্ত্রকামী জনতার।' তিনি বলেন, 'দিনটি অনন্তকাল একটি জঘন্য কালো দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এ দিনে ভোট বর্জন করে দেশের সর্বস্তরের মানুষ আওয়ামী লীগকে লাল কার্ড দেখিয়েছে। ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে জনগণের অভাবনীয়-অভূতপূর্ব নীরব প্রতিবাদে একটি উদ্ভট, গণবর্জিত প্রহসনের প্রকাশ্য অটো ভোট ডাকাতির মঞ্চায়ন দেখলো দেশবাসীসহ গোটা বিশ্বের মানুষ।' আজ মঙ্গলবার বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির এ মুখপাত্র বলেন, 'জাতিসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ গণতান্ত্রিক বিশ্ব এই অংশগ্রহণহীন, ভোটারবিহীন একতরফা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি প্রদান করেছে। বিশ্বের সব মিডিয়া এবং পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনকে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণ ও ভোটারের

সম্পর্কহীন পুরোপুরি 'ওয়ান ওম্যান শো' এর ঘোষিত জয়-পরাজয়ের ভোট বলে আখ্যায়িত করেছে। পাতানো ডামি নির্বাচনের ফাঁদে পা দেয়নি দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ। সারাদেশের ভোট কেন্দ্রগুলো ছিল ভোটারশূন্য।' তিনি বলেন, ডামি নির্বাচনের ডামি প্রার্থীরা এখন ডামি পার্লামেন্টে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদের কোনো বৈধতা নেই। এক মুহূর্ত ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। অবৈধ সরকারকে জনগণ মানে না। এই মুহূর্তে পাতানো গণবিরোধী ডামি নির্বাচন বাতিল করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছি। অন্যথায় জনগণের চলমান শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আরো দুর্বার করে ডামি সরকারের পতন ঘটানো হবে ইনশাআল্লাহ।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

৭৫-এর পর যত নির্বাচন দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ছিল ৭ জানুয়ারির নির্বাচন : প্রধানমন্ত্রী

জাতীয় নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে বিএনপিসহ বিভিন্ন পক্ষের তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'নির্বাচন হতে দেবে না বলে তো অনেক হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছিল। এখন সেসব হুমকি-ধমকি গেলো কোথায়?' বাংলাদেশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হয়েছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে যারা বড় খেলা খেলতে চেয়েছে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নানা ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে, নির্বাচন হতে দেবে না। বিদেশী পরামর্শে চললে বাংলাদেশের আর চলা লাগবে না। যদি সৎ পরামর্শ হয়, সেটা ভালো কথা।' শেখ হাসিনা বলেন, বিএনপি এবার নির্বাচন হতেই দেবে না, এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাদের কিছু বিদেশি আছে, তারাও একই পরামর্শ দিয়েছে। বলা হয়েছিল, এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যেন নির্বাচন না হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে তারা চেনে নাই। একাত্তরের ৭ মার্চ জাতির পিতা তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'কেউ দাবায় রাখতে পারবা না'। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে এদেশের মানুষ সেটা আবারো প্রমাণ করেছে। এখন কোথায় গেলো তাদের হুমকি-ধমকি?' আজ মঙ্গলবার দুপুরে গণভবনে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, '৭৫-এর পর থেকে বাংলাদেশে যত নির্বাচন আমরা দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল ছিল গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচন। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন শিল্পীরা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো নির্বাচিত হওয়ায় প্রাধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন শোবিজ অঙ্গনের শিল্পীরা। আজ সকাল ১১টার দিকে শিল্পীরা প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গণভবনে যান। প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানানোর বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন অভিনয় শিল্পী সংঘের সভাপতি অভিনেতা আহসান হাবিব নাসিম। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা আহসান হাবিব নাসিম বলেন, 'টানা চতুর্থ বারের মতো তিনি নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে শিল্পীদের পক্ষ থেকে আমরা শুছেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম। এ সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় আমরা তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন নায়ক রিয়াজ, নায়িকা নিপুণ আক্তার, অভিনেতা সাজু খাদেম, মীর সাব্বির, শমী কায়সার, তানভীন সুইটি প্রমুখ। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

নির্বাচনে জয়লাভ করায় প্রধানমন্ত্রীকে এফবিসিসিআই-এর অভিনন্দন

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, এফবিসিসিআই-এর নেতারা। এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে আজ মঙ্গলবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান তারা। এসময় প্রধানমন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এফবিসিসিআই নেতারা। এফবিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এফবিসিসিআই সভাপতি। এসময় দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে অবদান রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন ব্যবসায়ী নেতারা। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আমিন হেলালী, সহ-সভাপতি খায়রুল হুদা চপল, মোহাম্মদ আনোয়ার সাদাত সরকার, ড. যশোদা জীবন দেবনাথ, শমী কায়সার, রাশেদুল হোসেন চৌধুরী রনি, মোঃ মুনির হোসেন, পরিচালক ড. মুনাল মাহবুব প্রমুখ।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

আগামীতে সমস্ত অপশক্তিকে পরাজিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে : ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, 'বাংলাদেশের এ নির্বাচন নিয়ে যারা ভিন্নতর বক্তব্য দিচ্ছেন, তারা তাদের দেশ থেকে যে পর্যবেক্ষক এসে পজিটিভ মন্তব্য দিয়েছেন তা দেখুক। সেখানে আমাদের আর কী বলার আছে?' তিনি বলেন, 'যারা নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়েছিল এ দেশের জনগণ তাদের বর্জন করেছে। আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি বিশ্বাস করি না। অপরাজনীতির জন্য বিএনপি আরো জনবিচ্ছিন্নতার মাত্রাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।' আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ আওয়ামী লীগ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ এবং সব সহযোগী সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকদের যৌথ সভায় তিনি এ কথা বলেন। ১০ জানুয়ারি ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের জনসভা সফল করতে এ যৌথসভা করা হয়। এসময় তিনি বলেন, 'আগামীতে সমস্ত অপশক্তিকে পরাজিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।'

(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

পশ্চিমারা বলেছে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে পশ্চিমারা।' মঙ্গলবার বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে দেশি-বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দাবি করছে, বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি। বিবৃতিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে একমত যে, এ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ না করায় আমরা হতাশ।' অপরদিকে বিবৃতিতে যুক্তরাজ্যের ফরেন কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসের মুখপাত্র বলেছেন, '৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচনে বিশ্বাসযোগ্য ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মান পূরণ হয়নি।' এসব বিবৃতির বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'না, না, তারা নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলেছে।' মন্ত্রী বলেন, 'সব দেশই আমাদের ভালো বলেছে। বলেছে সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচন হয়েছে। এটা বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন ছিল। তারা বলেছে যে নির্বাচনের আগে কিছু সংঘাত হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হয়েছে। তবে কোনো কারিগরি ত্রুটি ছিল কি না, বিদেশি পর্যবেক্ষকরা তা দেখেছেন। আমি বাংলাদেশের বহু নির্বাচন দেখেছি। আমার মনে হয় এবারের নির্বাচন আদর্শ নির্বাচন।'

(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

স্বতন্ত্ররা আলাদা থাকলে বিরোধী দলে প্রাধান্য পাবে জাতীয় পার্টি : আইনমন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীরা কোনো দলে না গিয়ে যদি আলাদা থাকেন, তবে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি প্রাধান্য পাবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। স্বতন্ত্রদের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে বলেও জানিয়েছেন আনিসুল হক। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক নিজ দফতরে সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, 'স্বতন্ত্ররা যদি মনে করেন তারা আলাদা আলাদা থাকবেন, তবে জাতীয় পার্টি যেহেতু ১১টি আসন পেয়েছে জাতীয় পার্টি অবশ্যই বিরোধী দল হিসেবে প্রাধান্য পাবে।' বিরোধী দল হতে হলে ১০ শতাংশ আসন থাকতে হয় বলে জানান আইনমন্ত্রী। এমপিদের শপথ, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, 'বুধবার নতুন সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন। এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনাকে সংসদ নেতা হিসেবে নির্বাচিত করার পর রাষ্ট্রপতি তাকে নতুন সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। এ আমন্ত্রণ জানানোর পর প্রধানমন্ত্রী নতুন সরকার গঠন করবেন। নতুন সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত না গঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এখন যে সরকার আছে তারা দায়িত্বে থাকবেন। নির্ধারিত সময় না থাকলেও রীতি রয়েছে শপথ নেওয়ার ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যেই নতুন সরকার গঠিত হয়। আমার মনে হয়, এবারো তাই হবে।'

(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

চীন সব সময়ই বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য অংশীদার হয়ে থাকবে : চীনা রাষ্ট্রদূত

বর্তমান সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। আজ মঙ্গলবার বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে দেশি-বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এমন মন্তব্য করেন। বিকেলে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই মুখপাত্র। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অব্যাহত রাখার কথাও তিনি বলেছেন। তিনি বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অংশীদার হবে চীন সরকার। চীন সব সময়ই বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার হয়ে থাকবে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আয়োজনে ব্রিফিংয়ে অংশ নেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস, যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ ক্যাথেরিন কুক। আগত অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন।

(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের প্রথম সভা বুধবার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভা আহ্বান করা হয়েছে আগামীকাল বুধবার বেলা ১২টায়। এটি হবে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের প্রথম সভা। আজ মঙ্গলবার সংসদ সচিবালয় জানিয়েছে, বুধবার সংসদ ভবনের লেভেল ৯-এ সরকারি দলের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতিত্ব করবেন। একাদশ সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সেক্রেটারি ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিদের যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বিশাল জনসভা করবে আওয়ামী লীগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আগামীকাল ১০ জানুয়ারি। পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের এদিন তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ ৯ মাস কারা ভোগের পর তিনি ৮ জানুয়ারি মুক্তি লাভ করেন। পরে তিনি পাকিস্তান থেকে লন্ডন যান এবং দিল্লি হয়ে ঢাকায় ফেরেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে আগামীকাল বুধবার, ১০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসভা করবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আজ মঙ্গলবার দলটির সাধারণ

সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, 'এদিন দুপুর আড়াইটায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ। সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সভাপতিত্ব করবেন।' এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে আটক রাখা হয়। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ০৯.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

2023 CONFIRMED AS WORLD'S HOTTEST YEAR ON RECORD

The year 2023 has been confirmed as the warmest on record, driven by human-caused climate change and boosted by the natural El Nino weather event. Last year was about 1.48C warmer than the long-term average before humans started burning large amounts of fossil fuels, the EU's climate service says. Almost every day since July has seen a new global air temperature high for the time of year, BBC analysis shows. Sea surface temperatures have also smashed previous highs. The Met Office reported last week that the UK experienced its second warmest year on record in 2023.
(BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

MACRON PICKS ATTAL, 34, AS FRANCE'S YOUNGEST PM

Gabriel ATTAL has been named France's next prime minister, as Emmanuel Macron aims to revive his presidency with a new government. At 34, he is the youngest PM in modern French history, outranking even Socialist Laurent Fabius who was 37 when he was appointed by Francois Mitterrand in 1984. Mr Attal replaces Elisabeth Borne, who resigned after 20 months in office. Throughout that time, she struggled with a lack of a majority in parliament. Gabriel Attal, who is currently education minister, certainly makes an eye-catching appointment. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

ECUADOR INMATES SEIZE GUARDS AFTER DRUG LORD'S ESCAPE

Ecuador's security forces are trying to re-establish order in at least six jails where riots broke out on Monday. Inmates have reportedly taken a number of prison guards' hostage and have threatened to kill them if soldiers are deployed to regain control of the penitentiaries. Four police officers were also kidnapped after President Daniel Noboa declared a state of emergency. The unrest was sparked by the escape of the notorious gang boss known as Fito. A search of the maximum-security wing where he was being held has so far not yielded any trace of him. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

SOUTH KOREA PASSES LAW BANNING DOG MEAT TRADE

The slaughter and sale of dogs for their meat is to become illegal in South Korea after MPs backed a new law. The legislation, set to come into force by 2027, aims to end the centuries-old practice of humans eating dog meat. Dog meat stew, called "boshintang", is considered a delicacy among some older South Koreans, but the meat has fallen out of favour with diners and is no longer popular with young people. Under the new law the consumption of dog meat itself will not be illegal. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

CHINESE SATELLITE TRIGGERS MISSILE ALERT IN TAIWAN

Taiwan issued an islandwide air raid alert after a Chinese satellite flew over its southern airspace days before a crucial presidential election. Mobile phone users across the self-ruled island received message warning them to "be aware for your safety". The presidential alert underlined jitters ahead of pivotal presidential and legislative elections on Saturday. China has long claimed Taiwan as part of its own territory and has been accused of interfering in the vote. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

TIME RUNNING OUT FOR US MOON MISSION

The American company that launched a mission on Monday to try to soft-land on the Moon says it may not be able to control its spacecraft for much longer. Pittsburgh-based Astrobotic is fighting a fuel leak from its Peregrine lander, which is making it hard to maintain stable pointing of the spacecraft. Mission life could now be measured in just hours, the firm said. Certainly, a touch-down on the lunar surface - the first for the US in half a century - is no longer possible. The 1.2-tonne lander was launched from Cape Canaveral, Florida, with the intention of landing on the Moon's northern hemisphere in late February.
(BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

ETHIOPIA-SOMALILAND MEETING RATCHETS UP TENSIONS WITH SOMALIA

The army chiefs of landlocked Ethiopia and the self-declared Republic of Somaliland have been discussing military co-operation as concern grows over a deal that could give Ethiopia

a naval base on the Gulf of Aden. The two sides signed a deal on 1 January to give Ethiopia commercial and military access to the sea. Somalia called it an act of aggression. It considers Somaliland as part of its territory and has vowed to defend its sovereignty. Somaliland, a former British protectorate, seceded from Somalia in 1991 but is not internationally recognized as an independent state. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

CUBA TO INCREASE PRICE OF FUEL BY MORE THAN 500%

The Cuban government has announced a five-fold increase in fuel prices as it struggles with shortages and a deepening economic crisis. It said that from February the price of a litre of petrol would rise from 25 pesos to 132 pesos. The government, which subsidizes many goods, hopes this will help to reduce its deficit. It is the latest measure making life more difficult for cash-strapped Cubans. Finance minister Vladimir Regueiro said the cost of diesel and other types of gasoline would face similar mark-ups. He also announced a 25% increase in electricity prices for major consumers in residential areas, as well has hikes in costs for natural gas. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

WHO WARNS GAZA'S HEALTH SYSTEM IS RAPIDLY COLLAPSING

The World Health Organization's Sean Casey, who is coordinating medical teams on the ground in Gaza, said he is deeply concerned about fighting around three hospitals - Al-Aqsa Hospital, European Gaza Hospital and Nasser Hospital - which provide the last line of health care in the region. Speaking to Reuters, he warned "we're seeing the health system collapse at a very rapid pace". Patients who fear, and their families who fear, going to the hospital because they may die on the way. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

HAMAS-RUN HEALTH MINISTRY SAYS 126 PEOPLE KILLED IN LAST 24 HOURS

The Hamas-run health ministry says 126 people have been killed in Gaza the last 24 hours, the AFP news agency reports. The ministry says it brings the total death toll, since the fighting began three months ago, to at least 23,210. A total of 59,167 have been injured, the ministry adds. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

THE WORLD HAS AN ISRAELI BLIND SPOT: SAUDI AMBASSADOR

Saudi ambassador to the UK, Prince Khalid bin Bandar Al Saud told the BBC Radio 4's Today programme the west should "treat Israel the same way it treats everyone else". "If anyone else had done what the Israelis are doing today you would have seen them cut off from the international community, you would have seen people talking about sanctions, you would have seen all sorts of things," he said. I just don't see that fair behaviour. And the blind spot towards Israel is a real problem because it provides a blind spot to the peace. (BBC Web Page: 09/01/24, FARUK)

:: The End ::